বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
www.bb.org.bd

সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি(আমদানি নীতি)১২৩/২০১৫-১৭

তারিখ ঃ ১৮ ভাদ্র, ১৪২২ / ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনে নিয়োজিত
সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের
প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস।

প্রিয় মহোদয়গণ,

২০১০-১১ অর্থ বছর হতে আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্টিং নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু এবং নবায়নের বিপরীতে গ্রাহকের নিকট হতে প্রাপ্ত ফি এর উপর ১৫% হারে উৎসে মূসক কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর এর স্মারক নম্বর- ২৬.০৩.০০০০.০০৭.০৩. ০০১.১৪-৬৬৮, তারিখ ২৭/০৮/২০১৫ এবং তদ্‌সংযুক্ত পত্রদ্বয় (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নথি নম্বর -০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৫. ০০২.১৫/৩২৯(১), তারিখ-১৮/০৮/২০১৫ এবং কাস্টম্‌স,এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) এর নথি নম্বর-৪(৬)৭৩-বাস্তঃ/উৎসে কর্তন/২০০৯/ ৪৯৭)এর প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

সংযুক্ত পত্রদ্বয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সকল প্রকার আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্টিং সনদপত্র জারির প্রাক্কালে বিগত ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হতে জারিকৃত নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু/চার্জসহ প্রাপ্ত বকেয়া নবায়ন ফি এর উপর ১৫% হারে মূসক আদায় এর বিষয়ে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত স্মারকের প্রতিলিপি আপনাদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো ।

অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি অবহিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনানুযায়ী

(মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী)
উপ মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
১১১-১১৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০।
www.ccie.gov.bd

নং- ২৬.০৩.০০০০.০০৭.০৩.০০১.১৪-

তারিখঃ ভাদ্র, ১৪২১
আগস্ট, ২০১৫

বিষয়ঃ ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্টিং নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু এবং নবায়নের বিপরীতে গ্রাহকের নিকট হতে প্রাপ্ত ফি এর উপর ১৫% হারে উৎসে মূসক কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান।

সূত্রঃ ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৫.০০২.১৫/৩২৯(১), তারিখঃ ১৮-০৮-২০১৫ এবং
খ) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা(দক্ষিণ) এর পত্র নং-৪(৬)৭৩-বাস্ত:/উৎসে কর্তন/২০০৯/৪৯৭, তারিখঃ ০৫-০৮-২০১৫।

উর্পযুক্ত বিষয় ও সূত্রোল্লিখিত পত্রদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি ১৮(ঙ) অনুযায়ী আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্টিং নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু ও নবায়ন ফি এর উপর ১৫% হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) প্রযোজ্য, যা ২০১০-২০১১ অর্থ বছর থেকে কার্যকর করা হয়েছে মর্মে সূত্রোল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া, একই বিষয়বস্তুর উপর কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা এর অপর একটি পত্র পাওয়া যায় (কপি সংযুক্ত)।

নানাবিধ কারণে উক্ত এসআরও জারীর তারিখ হতে মূল্য সংযোজন কর আদায় কর্যকর করা যায়নি। তবে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০৫-০৬-২০১৪ তারিখে সাধারণ আদেশের প্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে ইতোপূর্বে পত্রালাপ করা হলে ২০১৫-২০১৮ মেয়াদের আমদানি নীতি আদেশে তা অর্ন্তভূক্ত করণের দিক্-নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যার প্রেক্ষিতে বিষয়টি অর্ন্তভূক্তিকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। সূত্রোল্লিখিত পত্রদ্বয় এর দিক্-নির্দেশনা মোতাবেক মূসক আদায় করার ব্যধ্যবাধকতা রয়েছে। বিষয়টির উপরে ইতোপূর্বে সুনির্দ্দিষ্ট কোনরুপ দিক্-নির্দেশনা না পাওয়ায় ২০১০-২০১১ অর্থ বছর থেকে মূসক আদায়ের কার্যক্রম শুরু করা যায়নি বিধায় ইতোমধ্যে এ খাতের রাজস্ব (নন-ট্যাক্স) আদায়পূর্বক তা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া সম্ভবপর হয়নি। যেহেতু আমদানি নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫ এর ধারা ১ এর ৪ উপ ধারায়- এ আদেশে যা কিছু থাকুক না কেন, সময়ে সময়ে অর্থ আইন বা অন্য কোন আইনের অধীনে প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশে আমদানি সংক্রান্ত কোন বিধান জারী করা হলে উক্ত বিধান, এ আদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এ আদেশের উপর প্রাধান্য পাবে মর্মে বিধান রয়েছে, সেহেতু এ বিধি-বিধানের আলোকে সূত্রোল্লিখিত পত্রের চাহিদা মোতাবেক ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আদায় করা যেতে পারে।

এমতাবস্থায়, জাতীয় রাজস্ব আয় (নন-ট্যাক্স) বৃদ্ধির লক্ষ্যে সূত্রোল্লিখিত পত্রদ্বয়ের নির্দেশনা মোতাবক সকল প্রকার আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্টিং সনদপত্র জারীর প্রাক্কালে আমদানি নীতি আদেশে উল্লিখিত নির্ধারিত নিবন্ধন ফি আদায়ের পাশাপাশি ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অবিলম্বে আদায়পূর্বক নিবন্ধন সনদপত্র জারী করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক এলাকায় ভ্যাট কোড-এ আদায়তব্য ফি জমা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অনুরূপভাবে বিগত ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে জারীকৃত নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু/ চার্জসহ প্রাপ্ত বকেয়া নবায়ন ফি এর উপরও ১৫% হারে মূসক আদায় করতে হবে। বকেয়াসহ বর্তমান নবায়ন ফি/চার্জের উপর ১৫% মূসক প্রদানের চালান জমা না দেয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানেরই নিবন্ধন সনদপত্র নবায়ন করা যাবে না। এ দিক-নির্দেশনা নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নকারী সকল অথোরাইজড ডিলার (এ/ডি) ব্যাংকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

স্বাঃ
(মজিবর রহমান)
প্রধান নিয়ন্ত্রক
টেলিঃ ৯৫৫১৫৫৬

নং- ২৬.০৩.০০০০.০০৭.০৩.০০১.১৪- ৬৬৮

তারিখঃ ২২ ভাদ্র, ১৪২১
২৭ আগস্ট, ২০১৫

বিতরণ:- সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

১। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃঃ আঃ-সদস্য, মুদ্রানীতি)।
২। অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। কমিশনার; কাস্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট , ঢাকা(দক্ষিণ), ঢাকা।
৬। নিয়ন্ত্রক,যুগ্ম নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রক, সকল আঞ্চলিক দপ্তর।
৭। সকল ব্যাংকের চেয়ারম্যান/প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
(সংশ্লিষ্ট সকল এ/ডি ব্যাংকে দাপ্তরিকভাবে অবহিতকরণের জন্য)

(মোহাম্মাদ মাহমুদুল হক)
সহকারী নিয়ন্ত্রক
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের পক্ষে, ঢাকা।

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
নিক.............................
উপ নিক.............................
সহ-নিক.............................
ক্রমিক নং ২৭৮৫ শাখা.............
তাং ২৫/৮/১৫
প্রধান নিয়ন্ত্রক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[মূসক আইন ও বিধি শাখা]

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৫.০০২.১৫/ ৩২৯ (১) তারিখঃ ১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ

বিষয় ঃ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে আমদানী-রপ্তানী লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বাবদ গ্রাহকের নিকট হতে প্রাপ্ত ফি এর উপর ১৫% হারে উৎসে মূসক আদায়।

সূত্র ঃ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা এর পত্র নং-৪র্থ/এ(১২)৫৫/ভ্যাট/সরকারী পাওনা দাবিনামা/১১(অংশ-২)/ ৬২৪, তারিখ: ২৩/০২/২০১৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৮ঙ এর উপবিধি (১) অনুযায়ী আমদানি-রপ্তানি লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ফি এর উপর ১৫% হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) প্রযোজ্য। বিষয়টি বিগত ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে কার্যকর করা হয়েছে। দেশব্যাপী কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট এর মাঠ পর্যায়ের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা যায়, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক অফিসসমূহে এ খাতে উৎসে মূসক এর তথ্য চাওয়া হলে তারা জানায়, আমদানি নীতি আদেশ ২০১২-১৫ এ আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্টিং নিবন্ধন সনদ ইস্যু ও নবায়ন ফি এর উপর মূসক আদায়ের বিষয়টি উল্লেখ নেই বিধায় উৎসে মূসক কর্তন করা হয় না।

০২। উল্লেখ্য, যে কোন পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি, আরোপ ও প্রযোজ্য হার সংক্রান্ত বিষয়গুলি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ অনুযায়ী ব্যবস্থিত হয়। আরো উল্লেখ্য যে, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর বিধান অনুযায়ী উৎসে কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক মূসক কর্তন করা না হলে উক্ত অর্থ ২% সুদসহ তার নিকট থেকে এমনভাবে আদায়যোগ্য হবে যেন তিনি নিজেই একজন করদাতা।

০৩। এমতাবস্থায়, আমদানি রপ্তানি ও ইন্ডেন্টিং সনদ ইস্যু ও নবায়ন ফি এর বিপরীতে ১৫% হারে মূসক উৎসে কর্তনের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। একইসাথে, এ সংক্রান্ত খাতে প্রযোজ্য বকেয়া আদায়ের জন্যও অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ এনায়েত হোসেন)
সদস্য (মূসক নীতি)

প্রাপকঃ
১। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান নিয়ন্ত্রক, প্রধান আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা ।

F:\Samim\Letter 2015\Khulna VAT (06.08.15).doc

৯৫৭. ভ্যাট কোড নং-১-১১৩৩-××××-০৩১১
মূসক কোড হবে নিচে হবে।

গ্রহণ শাখা ০২

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা
১৬০/এ, আইডিইবি ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।

নথি নং-৪(৬)৭৩-বাস্তঃ/উৎসে কর্তন/২০০৯/ ৫৯৭ তারিখঃ ০৩/০৮/২০১৫

প্রাপক ঃ প্রধান নিয়ন্ত্রক
আমদানি ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
১১১-১১৩ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

বিষয় ঃ আমদানি-রপ্তানি নিবন্ধন পত্র ইস্যু ও নবায়নের বিপরীতে প্রাপ্ত ফি/চার্জের উপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান প্রসংগে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

০২। মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৩ ও ৬ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি ১৮(ঙ) অনুযায়ী সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স, রেজিষ্ট্রেশন, পারমিট প্রদান বা নবায়নকালে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহনকারী ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনযোগ্য। এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিষ্ট্রেশন, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বন্টন (revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর উক্তরূপ সুবিধা গ্রহনকারী ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য অর্থ এর উপর উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় করতে হবে।

০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারন আদেশ নম্বর-৩/মূসক/২০১৪ তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ৪ অনুসারে সুবিধা গ্রহনকারী ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনের) শতাংশ হারে উৎসে কর্তিত মূসক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমাদানপূর্বক ট্রেজারি চালানের মূলকপি স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর সার্কেলে প্রেরণ করার বিধান আছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে আলোচ্য বিধানটি প্রবর্তিত হলেও আপনার দপ্তর এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিনা তা জানা যায়নি।

০৪। মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর বিধান অনুয়ায়ী উৎসে কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক মূসক কর্তন করা না হলে উক্ত অর্থ ২% সুদসহ তার নিকট থেকে এমনভাবে আদায়যোগ্য হবে যেন তিনি নিজেই একজন করদাতা।

০৫। বর্ণিত অবস্থায় আপনার দপ্তর কর্তৃক আমদানি-রপ্তানি নিবন্ধন পত্র ইস্যু ও নবায়নের বিপরীতে প্রাপ্ত ফি/চার্জের উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তনযোগ্য হওয়ায় মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বাবদ উৎসে কর্তিত রাজস্ব সঠিক সময়ে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান ও এ সম্পর্কীয় তথ্য মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে ও যথাযথ পদ্ধতি অনুসরনে অবহিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

০৬। সরকারী রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৪ মোতাবেক আপনার সহযোগিতা কামনা করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

০৩.০৮.১৫

[ইসমাইল হোসেন সিরাজী]
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)

১৮৫৬
০৫/৮/১৫

নথি নং-৪(৬)৭৩-বাস্তঃ/উৎসে কর্তন/২০০৯/ তারিখঃ 05/08/15

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

০১। সদস্য, (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০২। সদস্য, (মূসক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৩। পি এস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় গোচরীভূত করার জন্য]।

[ইসমাইল হোসেন সিরাজী]
কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)